আমি যেটাই করেছি ভুল করেছি, আমি মাফ চাইছি: মিথিলা

শৌচাগারে গোপন ক্যামেরায় পুরুষের নগ্ন ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে প্রকাশ করা নিয়ে সমালোচনার মুখে ক্ষমা চেয়েছেন মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ-২০২০ মডেল তানজিয়া জামান মিথিলা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেসবুবে নিজের ভেরিফায়েড আইডি থেকে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে ক্ষমা চান তিনি। অবশ্য পরে সেই স্ট্যাটাসটি ‘হাইড’ করে ফেলেন।

৩ এপ্রিল মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ হিসেবে মিথিলার নাম ঘোষণার পর ২০১৮ সালে দেওয়া মিথিলার এক সাক্ষাৎকারের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে ফেসবুকে।

ভিডিওতে মিথিলা ও মাহি জানান, পুরুষ শৌচাগারে ঢুকে এক ব্যক্তির নগ্ন ভিডিও ধারণ করেছিলেন তারা। মজার ছলে ভিডিওটি ধারণ করেছিলেন তারা। সেটি আবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন মডেল মাহি।

তাতে দেখা গেছে, ভিডিও ধারণ শেষে হাসতে হাসতে দৌড়ে বেরিয়ে আসছেন মিথিলা ও মাহি।

এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার রাতে মিথিলা একটি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমি যেটাই করেছি ভুল করেছি। আমি মাফ চাইছি। মানুষ ভুল করে এটাই স্বাভাবিক। কেউ ভুল করে যদি মাফ চায় তারপর তো আর প্যাঁচানোর কিছু নাই।’

তিনি বলেন, মানুষ ছোট থাকতে বা অনেকে না বুঝে ভুল করে ফেলে। মানুষ যদি কারও কাছে মাফ চায় সেখানে আমরা মাফ করে দিতেই পারি।’

যে পুরুষের ভিডিওচিত্র ধারণ করেছিলেন তিনি তার কাছের বন্ধু ছিলেন দাবি করে মিথিলা বলেন, ‘ও যদি বিষয়টাকে হয়রানি মনে না করে তাহলে মানুষ কেন আমাকে বিচার করবে যে, আমি হয়রানি করেছি তাকে। তারপরও আমি মাফ চেয়েছি। এখন ওরাই আমাকে হয়রানি করছে।’

সম্প্রতি রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে আয়োজিত গ্রান্ড ফিনালে অনুষ্ঠানে মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ মিথিলার মাথায় মুকুট

পরিয়ে দেন ভারতের জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী চিত্রাঙ্গদা সিং।

আগামী ১৬ মে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য ‘মিস ইউনিভার্স ২০২০’ প্রতিযোগিতার মূল মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন মিথিলা। মূল মঞ্চে যাওয়ার আগে একের পর এক বিতর্কের মুখে পড়ছেন তিনি।

মাগুরার মেয়ে মিথিলা আগে থেকেই মডেল হিসেবে পরিচিত। মডেলিংয়ের পাশাপাশি তিনি ‘রোহিঙ্গা’ নামে বলিউডের একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে এসেছেন।

গরিবের মেয়ে হওয়ায় ঝিলিককে নির্যাতন করত সাকিবের পরিবার

স্বামীর সাকিব আলম মিশুর নির্যাতনে নিহত হাসনা হেনা ঝিলিকের পরিবার ছিল আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল। এজন্য সাকিবের পরিবার ঝিলিকের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইত না। সাকিবের পরিবার বিভিন্ন সময় ঝিলিককে নির্যাতন করত।

ঝিলিকের মা আসমা বেগম পুলিশকে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, হাসনা হেনা ঝিলিককের (২৩) মৃত্যু হয়েছে রাজধানীর গুলশানের বাসায়। শনিবার সকালে মৃত স্ত্রীকে গাড়িতে করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় হাতিরঝিলে দুর্ঘটনার নাটক সাজান সাকিব।

তারপর পুলিশের সহায়তায় ঝিলিককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে স্বামীর আচরণ সন্দেহজনক হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ তাকে আটক করে।

ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক জানান, ওই নারীর পা, মাথা ও গলায় একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে হয়তো শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গুলশান-২ এর ৩৬ নম্বর রোডের ২২/সি নম্বর বাসা থেকে সকালে চারজন ওই নারীর নিথর দেহ গাড়িতে তোলেন।

হাতিরঝিল থানা পুলিশ জানায়, শনিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে তারা খবর পান হাতিরঝিল আমবাগান মূল সড়কে সড়ক দুর্ঘটনা হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, একটি প্রাইভেটকার সড়ক বিভাজকের ওপর উঠে আছে। এক নারীকে পেছনের সিটে শায়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। আর ওই নারীর স্বামী সামান্য আহত হন। তাদের দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক ওই নারীকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথমে সাকিব পুলিশকে জানান, তার স্ত্রী ঝিলিক অসুস্থ ছিলেন। নিজেই গাড়ি চালিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতিরঝিলে চাকা পাংচার হয়ে সড়ক বিভাজকের ওপর গাড়ি উঠে পড়ে।

তবে হাসপাতাল সূত্র জানায়, ওই নারী দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যাওয়ার কোনো আলামত নেই শরীরে। তার পা, মাথা ও গলায় আঘাতের কালচে দাগ রয়েছে। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক জানিয়েছেন, তাকে হয়তো বালিশ চাপা (শ্বাসরোধে) দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

ময়নাতন্তকারী চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া জানান, বালিশ চাপা দিয়ে কাউকে হত্যা করা হলে যে ধরনের লক্ষণ দেখা যায়, ওই নারীর শরীরে একই ধরনের লক্ষণ রয়েছে।

নিহতের পরিবার জানিয়েছে, দুই বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে তাদের বিয়ে হয়। তাদের আট মাস বয়সি ছেলে সন্তানও আছে। আর্থিক দিক থেকে দুটি পরিবারের মধ্যে সামঞ্জস্যতা ছিল না। আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হওয়ায় সাকিবের পরিবার ঝিলিকের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইত না। সাকিবের পরিবার বিভিন্ন সময় ঝিলিককে নির্যাতন করত।

ঝিলিকের মা আসমা বেগম জানান, তার স্বামী (ঝিলিকের বাবা) আনোয়ার হোসেন এক বছর আগে মারা গেছেন। তাদের তিন মেয়ে এবং এক ছেলে। তিনি অন্য সন্তানদের নিয়ে মোহাম্মদপুরে থাকেন।

এ ঘটনায় ঝিলিকের মা গুলশান থানায় মামলা করেছেন। গতকাল রোববার স্বামী সাকিব আলম মিশুর তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। একইসঙ্গে ঝিলিকের শ্বশুর-শাশুড়িসহ চারজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কারাগারে যাওয়া চার আসামি হলেন- ঝিলিকের শ্বশুর জাহাঙ্গীর আলম, শাশুড়ি সাঈদা আলম, দেবর ফাহিম আলম ও টুকটুকি।

ছেলেরাও ফ্যাশন প্রেমী ফারিন সুমাইয়া

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ফ্যাশন। আর সেই পালা বদলে নতুন অনেক কিছু যুক্ত হয় সাজ সজ্জায়। মূলত ফ্যাশন বলতে তাই নিজেকে কতটা সুন্দরভাবে নতুনত্বের ছোঁয়ায় উপস্থাপন করা যায় তাই।

পোশাক থেকে শুরু করে এ বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাই পিছিয়ে নয় ছেলেরাও। মেয়েরা যেমন ফ্যাশন সচেতন তেমনি ছেলেরাও তাদের নিজেদের গুছিয়ে পরিপাটিভাবে উপস্থাপন করতে সচেতন। তবে ছেলেদের ফ্যাশনের অনুষঙ্গ এর তালিকা খুব একটা লম্বা নয়, কিন্তু তা সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা মূল বিষয়।

ছেলেদের ফ্যাশনের এ অনুষঙ্গ মানেই ঘড়ি, ওয়ালেট, মানিব্যাগ, বেল্ট, প্যান্ট, পারফিউম, জুতা, শার্ট, টি-শার্ট থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু। তবে নিজেকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে ছেলেদের হাত ঘড়ি বর্তমান ফ্যাশনের অনেক বড় একটি অংশ। স্টেইনলেস স্টিল কিংবা লেদারের সব দারুণ কম্বিনেশন আর ডিজাইনেবল সব ডায়েল ঘড়িকে আরও নতুনত্ব দিয়েছে। তাই যে কোন অনুষ্ঠানে আপনার হাতে থাকা ঘড়ি আপনাকে সবার থেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করবে।

ঘড়ির পরেই আসে পারফিমের বিষয়। যেহেতু ছেলেদের লম্বা সময় বাইরে থাকতে হয় তাই ঘাম থেকে ব্যাকটেরিয়া জš◌ে§ এলার্জি কিংবা স্কিনের নানা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিজেকে সব সময় ফ্রেশ রাখতে পারফিউম কিংবা বডি স্প্রে হতে পারে আপনার গ্র“মিং আইটেমের সদস্য।

খুচরা টাকা কিংবা দরকারি কাগজপত্র রাখতে ছেলেদের প্রয়োজনীয় একটি অনুষঙ্গ মানিব্যাগ কিংবা ওয়ালেট। এসব ওয়ালেটে যেমন মোবাইল রাখা সম্ভব তেমনি মানিব্যাগে প্রয়োজনীয় কাগজ এবং টাকা গুছিয়ে রাখা সম্ভব।

পোশাকের ক্ষেত্রেও অফিসিয়াল এবং ফর্মাল পোশাকে নানা বিষয়যুক্ত করা হয়েছে। রঙের ক্ষেত্রে অফিসিয়াল পোশাকের ক্ষেত্রে হালকা রং যেমন সাদা, ধূসর, বাদামি জাতীয় রঙের প্রাধান্য বেড়েছে। আর

বেল্টের সঙ্গে মিলিয়ে জুতার কালেকশন পুরুষের ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপন করেছে ভিন্নভাবে। এ ছাড়া ফর্মাল পোশাকের ক্ষেত্রে ছেলেদের পছন্দের তালিকায় আছে শার্ট, টি-শার্ট কিংবা পাঞ্জাবি।

এছাড়া প্রসাধনীর ক্ষেত্রে ছেলেরা বর্তমানে অনেক বেশি সচেতন। চুলের ধরন বুঝে শ্যাম্পু কিংবা ত্বকের ধরন বুঝে ফেসওয়াশ, ক্রিম, লোশন কিনছেন ছেলেরা। অন্যদিকে যারা ব্যস্ত নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে সময় করে উঠতে পারেন না তারাও সময় বাঁচাতে অনলাইনের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করছেন।

বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন শাকিব খান!

ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান এখন ‘বিবাহিত ব্যাচেলর’। চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর থেকে একাকি জীবন কাটাচ্ছেন। ছেলে আব্রাম খান জয় মায়ের সঙ্গে।

বিয়ে ও বিচ্ছেদ নিয়ে শাকিবের জীবনে বহু ঝড় বয়ে গেছে। অপুর সঙ্গে বিয়ের খবর জানাজানি হওয়ার পর বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়। এরপর থিতু হতে কিছুটা সময় নিয়েছেন এই জনপ্রিয় নায়ক।
অনেক তো একা থাকা হলো। এবার আবার জীবনটাকে সাজাতে চাচ্ছেন। সঙ্গীও খোজা শুরু করেছেন শাকিব। বিয়ের জন্য ভালো পাত্রী চাই তার।

সম্প্রতি তার ৪২তম জন্মদিন গেছে। জন্মদিনটা পাবনায় কাটিয়েছেন। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়েছে ‘অন্তরাত্মা’ সিনেমার প্রডাকশন।সেখানেই শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে কাটছে নায়কের জন্মদিনটি । শাকিব জানালেন কাজের মধ্যে থাকতেই তিনি ভালবাসেন। তাই শুটিং স্পটে দারুণ উপভোগ করছেন তিনি।

৪০ পেরোনো শাকিবের বিয়ে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। নিজের বিয়ে নিয়ে তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘মেয়ে খুঁজছি। ভালো একটা মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হলেই আমি খুশি।’

তাহলে কেমন মেয়ে চাই শাকিবের, প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ‘লক্ষ্মী একটা মেয়ে। যে আমাকে, আমার সংসারকে আগলে রাখবে। বাকী জীবনটা সুখে কাটাতে তাকেই পাশে চাই।’

আন্দোলনের মুখে শিল্পকলা নির্বাচন সম্পন্ন, পুনরায় সম্পাদক সাইদুর

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন সাইদুর রহমান। শনিবার মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমীর ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে ১৭৮ টি ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিশান সাবের পেয়েছেন ৯৭ টি ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন আলী রেজা বিচু ও মহিদুল ইসলাম। নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন আবুল হাসনাত দিপুু, মৌসুমী ঢালী, সুলাতান রাজীয়া টনি, বিএম হাহিদ হাসান রাজীব ও মিনারুল ইসলাম। পদাধিকার বলে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সভাপতি জেলা প্রশাসক।

নির্বাচনে ১০ টি পদের জন্য ১৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, এর মধ্যে সহ-সভাপতি পদে নুরুল আহমেদ ও ফৌজিয়া আফরোজ তুলি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ৩২০ জন ভোটারের মধ্যে ২৮৩ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সহকারী কমিশনার সুজন দাসগুপ্ত। পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কবির উদ্দিন।

এদিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর ত্রিবার্ষিক নির্বাচন বাতিলের

দাবিতে দিনভর আন্দোলন করে ভোটার পদ থেকে বঞ্চিতদের একাংশ। ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রায় ১১শ জন ভোটার ছিল। কিন্তু এবার ৩২০ জন ভোটার। আন্দোলনকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ভোটার সদস্য জাহিদ ইকবাল শিমন, নিলুফা ইয়াসমিন রুপাসহ অনেকেই। তবে এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তরা জানান, যথা সময়ে সদস্য পদ নবায়ন না করায় তাদের সদস্য পদ বাতিল হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

যে কৌশলে ২৮ জনকে বিয়ে করেন রোমানা!

একটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন রোমানা ইসলাম স্বর্ণা। সেটি পুঁজি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রবাসীদের সঙ্গে খাতির জমাতেন। কখনো স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স আবার সংসারের আর্থিক সংকটসহ নানা কারণ দেখিয়ে নিতেন টাকা। দেশে ফিরলে তাদের সঙ্গে দেখা করতেন। একান্তে সময় কাটিয়ে গোপনে ছবি তুলতেন। পরে সেই অন্তরঙ্গ ছবি দেখিয়ে করতেন বিয়ে। ভয় দেখিয়ে লিখে নিতেন জায়গা-জমিও। পুরো পরিবারের সবাই এ প্রতারণার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। সেই পরিবারটিকে খুঁজে পেয়েছে পুলিশ।

প্রতারিতদের দাবি, ২৮ জনের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করে বিয়ে করে রোমানা হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা। পুলিশ বলছে, এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এ কাজে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

রেমানা ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে খুলতেন ফেসবুক আইডি। আপলোড করতেন রগরগে (আপত্তিকর) সব ছবি। এরপর প্রবাসীদের টার্গেট করে ফ্রেন্ড বানিয়ে গড়ে তুলতেন প্রেমের সম্পর্ক। হাতিয়ে নিতেন টাকা। ঠিক একইভাবে কখনো ফ্ল্যাট কেনা আবার কখনো গাড়ি কেনার নাম করে রোমানা সৌদি প্রবাসী কামরুল ইসলাম জুয়েলের কাছ থেকে এক বছরে বিভিন্ন সময়ে নেন আড়াই কোটি টাকা।

এমন সব প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন মডেল ও অভিনেত্রী রোমানা ইসলাম স্বর্ণা। এর আগে স্বর্ণার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা ঠুকেন কামরুল হাসান নামে এক সৌদি প্রবাসী।

তার মামলার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়ার সি ব্লকের একটি বাড়ি থেকে স্বর্ণাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারের পর চাঞ্চল্যকর সব তথ্য বেরিয়ে আসছে। অভিযোগ উঠেছে, অভিনেত্রী স্বর্ণার প্রেমের ফাঁদে পড়ে সৌদি প্রবাসী কামরুল ইসলাম জুয়েলই সর্বস্বান্ত হননি। এখন পর্যন্ত ২৮ জনের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করে বিয়ে করে স্বর্ণা হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা।

২৮ জনের বিষয়ে তথ্য না দিলেও কামরুল ইসলামের প্রতারিত হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে ডিএমপির ডিসি হারুন অর রশীদ বলেন, রোমানা স্বর্ণার বিরুদ্ধে আমরা এমন প্রতারণার অনেক অভিযোগ পেয়েছি। অনেককে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেইল করে সর্বস্বান্ত করেছে রোমানা। টেলিফোনে প্রতারিতরা এসব অভিযোগ করছেন। আমরা তাদের থানায় আসতে বলেছি।

প্রতারিত হওয়া প্রবাসী কামরুল ইসলাম জুয়েল বলেন, সে আমার সাথে প্রথমে ভাল সম্পর্কে করে। এরপর লালমাটিয়ায় ফ্ল্যাট কেনার নাম করে ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা নেয়। আমি দেশে আসার পর আমাকে বাসায় ডাকে। আমি যাই। গেলে তারা আমাকে কিছুটা একটা খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। এরপর আমার খারাপ ছবি তুলে নেয় ও আমার থেকে স্ট্যাম্পে সাইন নিয়ে নেয়। এভাবেই সে আমাকে জোর করে বিয়ে করে। তার মোবাইল, ঘড়ি, গাড়ি আর সবই আমার কিনে দেওয়া। আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে বললেও তা মিথ্যা। তাই আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি।

এরপর বিয়ের জন্য দেশে এনে জুয়েলকে কিছুদিন নিজের বাসায় আটকে রাখেন রোমানা। করেন বিয়েও। এসব শোনার পর নিজের আগের স্ত্রীর সাথে জুয়েলের ছাড়াছাড়িও হয়। রোমানা হঠাতই একদিন সুযোগ বুঝে ধারণ করেন জুয়েলের অন্তরঙ্গ নানা মুহূর্তের ছবি। এরপর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে রোমানা জোর করে স্ট্যাম্পে জুয়েলের সাক্ষর রেখে জায়গা জমি হাতিয়ে নেন। এরপর রোমানাও জুয়েলকে ডিভোর্স দেন।

পুলিশ বলছে, এই পরিবারের প্রতিটি সদস্যই বিপরীত লিঙ্গের সাথে একই প্রক্রিয়ার প্রেম ও বিয়ের সম্পর্কের অভিনয় করে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ডিএমপির ডিসি হারুন অর রশীদ বলেন, রোমানা, তার মা, তার ভাই ও ভাইয়ের বউ ও রোমানার ছেলে তারা সবাই এই ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। তিনি বিদেশ থেকে আসার পর বাসায় নিয়ে উলঙ্গ করে তার ছবি তুলে তারা। এরপর টাকা দাবি করে বসে। টাকা না দিলে সেই ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

পরকীয়া প্রেমে ধরা প্রেমিক-প্রেমিকা

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় রাতের আঁধারে পরকীয়ার অভিযোগে যুবক রাজন বেপারি (২৩) ও এক প্রবাসীর স্ত্রীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা।

সোমবার সন্ধ্যায় তাদের কারাগারে পাঠায় পুলিশ।

আটক যুবক রাজন বেপারি পৌর এলাকার বিভাগদী গ্রামের খায়রুল বেপারির ছেলে।

মঙ্গলবার মামলা ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বালীগ্রাম এলাকার পশ্চিম বালীগ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে রাজন বেপারির দীর্ঘদিন ধরে পরকীয়ার সম্পর্ক চলছিল।

এ সম্পর্কের জের ধরে রাজন বেপারি রোববার গভীর রাতে গোপনে দেখা করার জন্য ওই প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে যায়। এ বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় লোকজন প্রেমিক রাজন বেপারি ও প্রবাসীর স্ত্রীকে আপত্তিকর অবস্থায় ওই ঘরের মধ্যেই আটক করে রাখে।

পরে উপজেলার ডাসার থানা পুলিশের হাতে তাদের দুজনকেই সোপর্দ করেন স্থানীয় লোকজন। থানা পুলিশ পরকীয়ার অপরাধে রাজন ও প্রবাসীর স্ত্রীকে মাদারীপুর জেলহাজতে পাঠায়।

স্থানীয় আনোয়ার হোসেন বলেন, রাতে রাজন বেপারি ওই প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া করতে গেলে এলাকাবাসী তাদের দুজনকে আটক করেন। পরে তাদের দুজনকেই পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

সিঙ্গাপুর প্রবাসী বলেন, আমার অনুপস্থিতিতে রাজন বেপারি ও আমার স্ত্রী দুজনে মিলে অবৈধ সম্পর্ক করে আসছে। আমি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এ ব্যাপারে উপজেলার ডাসার থানার ওসি হাসানুজ্জামান বলেন, পরকীয়ার অপরাধে তাদের দুজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

অভিনেত্রীর কন্টাক্ট লেন্স রোদে গলে গেল , বিমানে ঢাকায়

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে একটি ফ্যাশন হাউজের ফটোশুট করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন চিত্রনায়িকা তানহা তাসনিয়া। তার চোখে লাগানো কন্টাক্ট লেন্স কড়া রোদের তাপে গলে গিয়েছে। যার ফলে তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বর্তমানে সব কাজ বন্ধ রেখে বিশ্রামে রয়েছেন এই তারকা।

পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তানহা তাসনিয়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘গত বৃহস্পতিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) কক্সবাজারে রোদের মধ্যে ফটোশুট করছিলাম। একে তো কড়া রোদ এরপর লাইট বোর্ডের তাপ! শুটে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই আমি বুঝতে পারি তীব্র তাপে আমার চোখের কন্টাক্ট লেন্স গলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি লেন্স খুলে ফেলি। তৎক্ষণাৎ কিছুই দেখতে পারছিলাম না। দৃষ্টি একেবারে ঘোলা হয়ে যায়। এরপর শুটিং থেকে ওইদিনই প্লেনে করে ঢাকায় এসে চিকিৎসকের কাছে যাই। চিকিৎসক চোখে ব্যান্ডেজ করে মেডিসিন দিয়ে বিশ্রামে থাকতে বলেন।
‘

তিনি আরও বলেন, ‘চারদিন পরও ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না। বাম

চোখে বেশি ক্ষতি হয়েছে। তবে আগের চেয়ে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। চিকিৎসক বলেছেন কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম নিলেই দৃষ্টি আস্তে আস্তে আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে। নিয়মিত চোখের মেডিসিন নিচ্ছি। সবার কাছে দোয়া চাইছি। ‘

তানহা তাসনিয়া জানান, তিনি যে কন্টাক্ট লেন্সটি ব্যবহার করেছেন, সেটা নামী একটি ব্যান্ডের। এর আগেও বহুবার রোদে একই কোম্পানির কন্টাক্ট লেন্স পরে তিনি শুটিং করেছেন। কিন্তু এবারের মতো দুর্ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

তানহা তাসনিয়া সম্প্রতি চিত্রনায়ক ইমনের বিপরীতে ‘বিয়ে আমি করবো না’ নামের একটি সিনেমার শুটিং সম্পন্ন করেছেন। খুব শিগগিরই একই নায়কের সঙ্গে নাম ঠিক না হওয়া আরও একটি সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন তিনি। এছাড়া তার অভিনীত ও কাজল আরিফিন অমি পরিচালিত ‘আইসিইউ’ নাটকটি প্রচারে আসছে।

‘এই সময়ে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ’-নাসিরের ফেসবুক স্ট্যাটাস ভাইরাল

দেশের ক্রিকেটের আলোচিত ও সমালোচিত নাম নাসির হোসেন। একাধিক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ও কেলেংকারির জন্য তাকে ‘ব্যাড বয়’ তকমা দিয়ে থাকেন নিন্দুকেরা। অনেকে আবার পাকিস্তান ক্রিকেটের কিংবদন্তি ইমরান খানের চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ‘প্লেবয়’ খেতাবও জুড়ে দেন তার নামের সঙ্গে। দীর্ঘদিন জাতীয় দল থেকে দূরে থাকা এই অলরাউন্ডার বিয়ে করে জীবনে থিতু হতে চেয়েছিলেন। সেটি আর পারলেন কই?
এবারের ভ্যালেন্টাইন ডেতে কেবিন ক্রু তামিমা তাম্মিকে বিয়ে করে সুখের সংসার বাধার স্বপ্ন দেখেন নাসির। পছন্দের মানুষকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে আয়োজনের কমতি ছিলা। জমকালো আয়োজনে গায়ে হলুদ, বিয়ে ও সংবর্ধনার আয়োজন করেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের মজার ভিডিও ধারণ করেন। এগুলো নিয়ে যখন নাসির ও ভক্ত শুভাকাঙক্ষীদের মাতামাতি তখন

রীতিমত টর্নেডো বয়ে আসে এই ক্রিকেটারের জীবনে।
হঠাৎ নাসিরের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী দাবি করে বসেন রাকিব হাসান নামে একজন। তামিমা তাকে ডিভোর্স না দিয়েই নাসিরের গলায় ঝুলে পড়েছেন এমন দাবি করে জিডি পর্যন্ত করে বসেন রাকিব। এ নিয়ে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রল শুরু হয়। নাসির-তামিমার বিয়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে।
সেই বিতর্কের অনলে ঘি ঢালেন নাসিরের সাবেক প্রেমিকা সুবাহ। তিনি দুদফায় ফেসবুক লাইভে এসে নাসিরের পাশাপাশি তামিমাকেও বিষোদগার করেন। দুজনের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সুবাহর অভিযোগ, নাসির ৭০-৮০ জন মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাদের জীবন ধ্বংস করেছেন। ওই মেয়েদের হাড়নিঃশ্বাস লেগেছে তার প্রতি। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অনেকে নাসিরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আবার কেউ কেউ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভুয়া অ্যাকাউন্ট ও পেইজ খুলে দ্বিধায় ফেলছেন নাসিরের সমর্থকদের। নাসির ও তামিমার নামে বহু ফেইক আইডি এরইমধ্যে খোলা হয়েছে।
তবে নাসির হোসেন জানিয়েছেন, ভেরিফায়েড পেইজ ব্যতীত তার আর কোনো যোগাযোগের মাধ্যম নেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে। সেই ভ্যারিফাইড পেইজে নাসির ২৬ ফেব্রুয়ারি একটি স্ট্যাটাস দিয়ে ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের এ বিষয়ে সতর্ক করেন। নাসির লেখেন, ‘আমি পুনরায় বিশেষভাবে জানাচ্ছি যে, আমার এই ফেসবুক পেইজ ব্যতীত অন্য কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা প্রোফাইল বা পেইজ নেই। আমার স্ত্রী তামিমা সুলতানার কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা প্রোফাইল বা পেইজ নেই। এই ফেসবুক পেইজ ব্যতীত অন্য যেসব ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা প্রোফাইল বা পেইজ জালিয়াতির মাধ্যমে আমার অথবা আমার স্ত্রীর নামে তৈরি করা হয়েছে বা বর্তমানে বিদ্যমান আছে সেগুলো সবই নকল, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতারণার মাধ্যমে আমাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা।’
ফেইক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া তথ্য বিশ্বাস না করার আহ্বান জানিয়ে নাসির উল্লেখ করেন, ‘আমাদের নামে সাজানো সেসব ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা প্রোফাইল বা পেইজ থেকে যেসব বিভ্রান্তিকর তথ্য আপনাদের কাছে প্রকাশ করা হচ্ছে তা মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। আমি আমার সব বন্ধু, ভক্ত এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ জানাচ্ছি- আপনারা অনুগ্রহপূর্বক সেসব নকল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা প্রোফাইল বা পেইজ থেকে দেওয়া বিভ্রান্তিকর তথ্য-স্ট্যাটাস বিশ্বাস করবেন না এবং শেয়ার করবেন না।’
ভুয়া মাধ্যম থেকে পোস্ট করা তথ্যের জন্য তিনি ও তার স্ত্রী দায়ী নন বলে উল্লেখ করেন নাসির। জানান, ‘আমি অথবা আমার স্ত্রী যদি

কোনো তথ্য বা সংবাদ আপনাদের নিকট প্রকাশ করতে চাই তবে আমরা এই ফেসবুক পেইজ এর মাধ্যমে অথবা গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে তা প্রকাশ করব।’
নাসির দু:সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভক্ত-শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানান। পোস্টে উল্লেখ করা হয়, ‘এই সময়ে আমাদের পাশে থাকার জন্য এবং আমাদের সহায়তা করার জন্য আমি আমার সব ভক্ত, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আশা করি আপনারা সবাই আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমাদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা এবং সমর্থন অব্যাহত রাখবেন। সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ।’
নাসিরের এই পোস্ট এরইমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে। ৬৫ হাজার ফেসবুক ব্যবহারকারী লাইক দিয়েছেন এতে। ২২ হাজার লোক মন্তব্য করেছেন। ২৯৭ জন শেয়ার করেছেন স্ট্যাটাসটি।

চুয়াডাঙ্গায় ১৯৭২ সালের এসএসসি ব্যাচের বন্ধু মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা ভি. জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯৭২ সালের এসএসসি ব্যাচের বন্ধু মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জীবনযুদ্ধের পড়ন্ত বিকেলে দেড় শতাধিক বন্ধুর উপস্থিতিতে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন আয়োজক বন্ধুরা। চুয়াডাঙ্গার অভিজাত হোটেল রেডচিলিতে গতকাল বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী এ মিলনমেলার আয়োজন করা হয়।
পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া মিলনমেলার স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা ও পরিচিতি পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও পদ্মবিলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বজলুর রহমান মালিক। স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠানে বন্ধুরা দীর্ঘদিন পরে একে অপরকে কাছে পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশের পাশাপাশি আনন্দ অশ্রু ঝরাণ। এ মিলন উপস্থিতি বন্ধুদের গড় বয়স ৬৫ বছর। এ বয়সেও সকলে এক সাথে আড্ডা, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশন মেতে ওঠেন।
মিলনমেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ডিএফএ’র সভাপতি

ও জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম লাড্ডু। এ ছাড়া বন্ধুদের মধ্যে পেশাগত ভাবে দায়িত্বপালনকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অধ্যক্ষ শ্যামল কুমার সাহা, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ৭২’র বন্ধু সোহরাব হোসেন।